আবু হাসসান আয-যিয়াদী (রহ.) ছিলেন বাগদাদের একজন অত্যন্ত সম্মানিত বিচারক। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন।

পাওনাদারদের তাগাদায় তিনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, অথচ তাঁর আত্মসম্মানবোধ তাঁকে কারো কাছে হাত পাততে দিচ্ছিল না।

এমন এক সংকটময় মুহূর্তে খুরাসান থেকে এক ব্যক্তি এসে হজে যাওয়ার আগে তাঁর কাছে ১০ হাজার দিরহাম আমানত রাখলেন। আবু হাসসান তখন একটি কঠিন মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগেন।

তিনি ভাবলেন, *এই টাকা দিয়ে আপাতত ঋণ শোধ করে নিই, হজ থেকে লোকটি ফিরে আসার আগেই আমি কোনোভাবে তার টাকা ব্যবস্থা করে ফেলব।*

মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। পরের দিন সকালেই সেই ব্যক্তি ফিরে এসে জানালেন, *তাঁর বাবা মারা গেছেন, তাই তিনি হজে না গিয়ে এখনই দেশে ফিরতে চান।*

আবু হাসসানের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। একদিকে আমানত খেয়ানত হওয়ার ভয়, অন্যদিকে সারা জীবনের অর্জিত সম্মান ধূলিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা।

এই মানসিক চাপ তাঁকে দিশেহারা করে ফেলল। তিনি কোনো মিথ্যা অজুহাত না দিয়ে লোকটির কাছে সময় চেয়ে বললেন,*'আপনি কাল সকালে আসুন'।*"

সেই রাতটি ছিল তাঁর জীবনের দীর্ঘ রাত। তিনি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াবি কোনো বুদ্ধি বা ছলনা তাঁকে এই অপমান থেকে বাঁচাতে পারবে না।

তিনি সারারাত জায়নামাজে পড়ে রইলেন। নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং আল্লাহর দরবারে এই সমস্যা সমাধানের জন্য খুব দোয়া করলেন।

যখন মানুষ সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে পূর্ণ একাগ্রতায় আল্লাহকে ডাকে, তখন অলৌকিক কিছু ঘটা অসম্ভব নয়।

ফজরের পর তিনি গাধার পিঠে চড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়লেন। হঠাৎ এক ঘোড়সওয়ার তাঁর সামনে এল।

সে তাঁর চেহারা দেখে চলে গেল এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, "*আপনি কি আবু হাসসান আয-যিয়াদী?*"

তিনি বললেন, "*হ্যাঁ।*"

সে বলল, "*আমির হাসান ইবনে সাহল আপনার অপেক্ষা করছেন, চলুন।*"

দরবারে যাওয়ার পর আমির বললেন, "*আবু হাসসান, আপনার খবর কী? কেন আপনি আমাদের থেকে এত দূরে সরে আছেন? আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম আপনি চরম বিপদে পড়ে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন। কী হয়েছে আপনার?*"

আবু হাসসান তাঁর সমস্ত সত্য ঘটনা খুলে বললেন। আমির হাসান ইবনে সাহল মুচকি হেসে বললেন, "*দুশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহ আপনার পথ সহজ করে দিয়েছেন।*"

এরপর তিনি দুটি থলি বের করলেন। একটিতে ছিল দশ হাজার দিরহাম, খুরাসানী ব্যক্তির আমানত পরিশোধের জন্য।

আর অন্যটিতে ছিল আরও দশ হাজার দিরহাম, আবু হাসসান (রহ.)-এর ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য।

যখন কোনো মানুষ চরম বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, তখন আল্লাহ তা'আলা অকল্পনীয় উপায়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। ।দোয়ার শক্তি কখনোই বিফলে যায় না।

© Salman Farsi

সূত্র: তারিখে বাগদাদ (খতিব আল-বাগদাদী রহ.)